হে অসুরবালকগণ! অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম যে নিষ্কামভক্তির অধীন অর্থাৎ যে নিষ্কামভক্তির অনুষ্ঠান করিলে অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম অনুগতভাবে আপনিই মিলিয়া যায়, সেইজন্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের কোনও কামনা না রাখিয়া নিষ্কামভাবে কামনাশূন্য সেই পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরিকে ভজন কর। ইচ্ছা আকাঙ্খা, স্পৃহা, তৃষ্ণা এই কয়েকটী শব্দকে একার্থবাচী বলিয়া অমরকোষে উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৬৫ ॥

তথৈবেভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ—আশাসানো নৈব ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষমাত্মনঃ। ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥ অহন্বকামস্তদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ। নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ৬৬। স্পষ্টম্ ॥ ৭ ॥ ১০ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ১৬৬ ॥

এবমেবাহ—নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে। যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১৬৭ ॥

অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং জনান্নিজভক্তান্ন বৃণীতে নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজস্য ভক্তস্যৈব লাভেন পূর্ণঃ পরমসন্তুষ্টঃ। হেত্বন্তরং করুণঃ, পূজার্থং তৎপ্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ। কথম্ভূতাজ্জনাদবিদুষঃ, পিতুরগ্রে বালকবৎ তস্যাগ্রে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ। এষা স্বস্য জনৈকবর্গত্বেন দৈন্যোক্তিঃ। যদ্বা তদাবেশেনান্যৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র পক্ষেঽপি তচ্চ তস্য কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং জনস্তস্য মানং ন কুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ যদিতি। স চ জনঃ যং যং মানং ভগবতে বিদধীত সম্পাদয়তি স সর্ব্বোঽপ্যাত্মার্থমেব। তৎসম্মানমাত্রেনৈব স্বসম্মাননাভিমননাৎ সুখং মন্যমানস্তন্মানং করোত্যেবেত্যর্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ তদেকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ যথা মুখে যা শোভা ক্রিয়তে তন্মাত্রমেব প্রতিমুখস্য শোভায়ৈব বভতি নান্যদিতি ॥ ৭।৯। প্রহ্লাদঃ নৃসিংহম্ ॥ ১৬৭ ॥

পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে ভক্ত এবং শ্রীভগবান্ উভয়েই যে কামনাশূন্য, তাহা শ্রীপ্রহ্লাদ স্বয়ংই ৭।১০ শ্লোকে বলিয়াছেন—হে নাথ! যে জন প্রাণবল্লভের নিকটে স্বীয় সুখ-সম্পদের আশঙ্কা করে, তাহাকে কখনও ভৃত্য বলা যাইতে পারে না। আবার যে প্রভু নিজভৃত্যের নিকটে স্বীয় স্বামিত্ব ইচ্ছায় ভৃত্যকে সুখ-সম্পদাদি দান করে, তাহাকেও স্বামী বলা যাইতে পারে না। আমি কিন্তু তোমার নিষ্কামভক্ত, তুমিও নিরপেক্ষ পূর্ণকাম প্রভু। এই প্রভু-দাস-সম্বন্ধের ভিতরে রাজা এবং তাহার সেবকের স্বার্থসাপেক্ষ স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদের কিন্তু সেই প্রকার নয়। এই উক্তিতে ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরনিরপেক্ষ দাস-প্রভু-সম্বন্ধটি দেখান হইয়াছে। ১৬৬ ॥ শ্রীপ্রহ্লাদ ৩।৯ অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবকে আরও বলিয়াছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥